ইসলামী আইন

প্রবর্তনের পন্থা

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহ্‌মদ
খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ)

প্রকাশক ঃ

সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, রবওয়ার পক্ষ হইতে

মুহাম্মদ শামসুর রহমান,

এল, এল, বি, (লণ্ডন), বার-এট-ল,

জেনারেল সেক্রেটারী,

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া,

৪, বক্‌সী বাজার রোড, ঢাকা—১

নভেম্বর, ১৯৭০ সাল

পনের হাজার কপি

মুহাম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক জামান প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

৩২/১, কুমারটুলী লেন, ঢাকা—১ হইতে মুদ্রিত।

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী আইন প্রবর্তনের পন্থা

দেশে ইসলামী আইন প্রবর্তন করিতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রথমে নিজের উপর ইসলামের আদেশাবলী কার্যকরী করার চেষ্টা করার প্রয়োজন রহিয়াছে। নিজেদেরকে সত্যকার এবং বাস্তব মুসলমান না করিয়া আমরা কখনও আল্লাহ্ তালার সাহায্য লাভ করিতে পারিব না।

(১) আমি যেরূপ বুঝি সর্বপ্রথম বিষয় যাহা এখানকার এবং দুনিয়ার সকল এলাকা এবং দেশের মুসলমানগণের জন্য প্রয়োজনীয় এবং যাহা ব্যতিরেকে আমাদের সকল চেষ্টা, দাবী এবং উদ্দেশ্য বাতিল হইয়া যায়, উহা এই যে, আমাদের ধর্ম এই সত্যকে পেশ করিয়াছে যে, উহা এক জীবিত ধর্ম, যাহা কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকিবে। দুনিয়ার অপরাপর ধর্মও অবশ্যই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার দাবী রাখে, কিন্তু ইসলাম এবং কুরআন এমন এক ধর্মকে পেশ করে, যাহার সমর্থনে খোদাতায়ালা সর্বদা স্বীয় নিদর্শনাবলী এবং শক্তির প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং এক সত্য ধর্মের অনুসারী হিসাবে আমাদের নিজেদের মধ্যেও জীবনের প্রকাশ থাকা চাই। খোদাতায়ালা কি স্বীয় শক্তি রসুল করীম (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) এবং তাবেয়ীনদের মাধ্যমে দুনিয়ার নিকট প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন না? তিনি সর্বদা নিজ সমর্থন এমন রঙে দেখাইয়া আসিতেছেন যে,

মানুষ হতবাক হইয়াছে যে, এইরূপ ধর্মও কি দুনিয়াতে বর্তমান আছে, যাহার সাহায্যের উপকরণ শুধু জড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বরং জড়ের ঊর্ধে এক ঊর্ধ সত্তা তাহাদের সাহায্যের জন্য অসাধারণ উপকরণ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই ধর্ম বর্তমান যুগেও সচল রহিয়াছে। কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, "আমার দল সর্বদা প্রবল থাকিবে।" আল্লাহ্‌র দল বলিতে যদি ইহাই বুঝাইত যে, যাহাদের নিকট বেশী যুদ্ধাস্ত্র আছে তাহারাই জয়যুক্ত হইবে বা যাহারা দলে ভারী তাহারা জয়যুক্ত হইবে, তাহা হইলে ইহা কোন আশ্চর্যের কথা হইত না। সারা দুনিয়ায় সব সময় ইহাই হইয়া থাকে যে, যাহার নিকট বেশী সমর উপকরণ থাকে, সেই জয়যুক্ত হয়। এমতাবস্থায় যাহারা আল্লাহ্‌র দলে শামিল হয়, তাহাদের জন্য কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। সত্য কথা এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যখন বলিয়াছেন যে, "আমার দল সর্বদা প্রবল থাকিবে", তখন ইহার অর্থ ইহাই যে, যদিও তাহাদের নিকট বাহ্যিক উপকরণ কম থাকে, তবুও তাহারা আমার সাহায্যে জয়ী হইবে। এমতাবস্থায়, যখন উপকরণের কমী অথবা জয়লাভ করিবার উপকরণের সম্পূর্ণ অভাব সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিশ্রুতি এই যে, তাঁহার দল দুশমনের উপর জয়ী হইবে, তখন নিশ্চয় এইরূপ বিজয়ের স্বরূপ রসুল (সাঃ)-এর যুগে বদর এবং ওহদের যুদ্ধে আল্লাহ্‌তায়ালার নিজ ফেরেস্তাগণকে যেরূপ মুসলমানগণের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ হইবে। তিনি কাফেরগণের মনের মধ্যে এরূপ ভীতির সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন এবং মুসলমানগণের বাহুকে এমন মজবুত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা প্রবল শক্তিশালী এবং সংখ্যা-গরিষ্ঠ দুশমনের উপর বিজয়ী হইয়াছিল। কিন্তু খোদাতায়ালার নিদর্শনাবলীর জন্য ইহা প্রয়োজন, যেন আমরাও এরূপ যোগ্য হই, যাহাতে খোদাতায়ালা আমাদের

সাহায্যের জন্য নিজ নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেন। সুতরাং আমার বিবেচনায় সর্বপ্রথম বিষয় যাহা প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে থাকা চাই, উহা এই যে আমরা যদি সত্যিকার মুসলমান হই, তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টি আজ হইতে তের শত বৎসর পিছনে যাওয়া উচিৎ। যদি আমরা নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া দুনিয়ার অন্যান্য জাতি যেভাবে উন্নতি করিতেছে, আমরাও তাহাদের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি এবং আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমগুলিকে উপেক্ষা করি এবং রসুল (সাঃ) আমাদিগকে যে নির্দেশাবলী দিয়াছেন, সেগুলির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হইব না। কারণ খোদাতালা মুসলমানগণের সহিত দুইটি ওয়াদা করিয়াছেন, যাহা তিনি অন্য জাতির সহিত করেন নাই। যখন মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার এমন ওয়াদা রহিয়াছে, যাহা অন্য জাতির সহিত নাই, তখন বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে, যেন অপরাপর জাতি আমাদের ন্যায় একই প্রকারের না হয়। ইহার জন্য একমাত্র পথ হইল, আমরা আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, উহা পালন করিবার চেষ্টা করিব। তিনি যে রঙে আমাদিগকে রঙিন করিতে চাহিয়াছেন, আমরা যেন সেই রঙে রঙিন হই এবং যে সকল বিষয় ইসলাম বিরোধী বলিয়াছেন, আমরা যেন সেইগুলি হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করি। যদি আমরা তাহা না করি এবং শুধু পার্থিব তদ্বির দিয়া কাজ করিতে চাহি অথবা আমরা অতিরিক্ত মেহনতের বা বেশী বুদ্ধি খাটাইয়া এবং বেশী সতর্ক হইয়া নিজদিগকে পাশ্চাত্যের গোঁড়া শিষ্যরূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুরআন করীমে এ প্রতিশ্রুতি নাই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা পাশ্চাত্যের গোঁড়া শিষ্যদিগকে সাহায্য করিবেন।

কুরআন করীমে বলে—

ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ـ

যদি তোমরা চাহ যে, খোদাতায়ালা তোমাদিগকে ভালবাসেন, তাহা হইলে তোমরা রসুল (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুগমনের চেষ্টা কর। যদি তোমরা ইহা কর তাহা হইলে الله يحببكم খোদাও তোমাদিগকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিবেন।" সুতরাং আল্লাহার সমর্থন ও সাহায্য তখনই আসিতে পারে, যখন মুসলমানগণ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করিবে।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ইসলামের কতকগুলি শিক্ষা এরূপ যে, বর্তমান যুগের লোক সেগুলিকে পসন্দ করে না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কোনো সত্যকার মুসলমানের সম্মুখে যদি উক্ত পসন্দ এবং অপসন্দের দুইটি দিক তুলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে সে উহাদের মধ্যে কোন দিককে প্রাধান্য দিবে। এক দিকে মানুষের সন্তোষ এবং অসন্তোষের প্রশ্ন এবং অপরদিকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সন্তোষ এবং অসন্তোষের প্রশ্ন। নিশ্চয় যদি আমরা সত্যকার মুসলমান হই, তাহা হইলে মানুষ আমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেও এবং তাহারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া আমাদিগকে অসভ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিলেও, আমাদের কর্তব্য হইবে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নির্দেশাবলী পালন করিয়া চলা। আমাদিগের সম্বন্ধে কে কি বলে আমরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করিব না। আমি অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি যে, কোন বিষয়ে লোককে যদি বলা হয় যে, ইহা ইসলামের আদেশ এবং আমরা ইহা পালন করিতে বাধ্য, তাহা হইলে একান্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া সাধারণতঃ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উহা মন্দ দৃষ্টিতে দেখে না। বরং তাহারা উহাকে ভাল দৃষ্টিতেই দেখে।

ইংলণ্ড সফরকালে আমি দেখিয়াছিলাম যে তথাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যখন এ কথা জানিলেন যে, স্ত্রীলোকগণকে তুচ্ছ করা উদ্দেশ্য নহে, বরং ইসলামের আদেশমূলে আমরা পুরুষগণ তাহাদিগের সহিত করমর্দন করি না, তখন তাঁহারা ইহাতে মোটেই অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং এই ব্যবস্থার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অবশ্য এমন কতকজন ছিল, যাহারা তবুও বিষয়টিকে মন্দ দৃষ্টিতে দেখিত। স্যার টমাস আরনল্ড, যিনি আলীগড়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন এবং আধা মুসলমান ছিলেন, তিনি এরূপ বিরোধিতা করিতেন যে তাহার সীমা নাই। তিনি ছাত্রদের বলিতেন যে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা যে ইসলাম স্ত্রীলোকের সহিত করমর্দনকে নিষিদ্ধ করিয়াছে। আমি কোনো মজলিসে গেলে, তিনি সেখানে থাকিলে উঠিয়া যাইতেন এবং বলিতেন যে ইনি স্ত্রীলোকগণকে তুচ্ছ করেন। একদা কতকগুলি ছাত্র আসিয়া বলিল যে, এ কথার কি প্রমাণ আছে যে ইসলামে স্ত্রীলোকগণের সহিত করমর্দন করা নিষিদ্ধ। আমি বলিলাম যে পুস্তক তো আমি সঙ্গে আনি নাই, কিন্তু এখানে লাইব্রেরী আছে। ইহার মধ্য হইতে প্রাসঙ্গিক বরাত পাওয়া যাইতে পারে। তদনুযায়ী আমি বুখারী আনাইলাম এবং তাহার মধ্য হইতে হাদিস বাহির করিয়া দেখাইলাম যাহার মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) কখনও কোন স্ত্রীলোকের সহিত করমর্দন করেন নাই।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহার বিরোধিতা কায়েম থাকিল। অথচ তখন যিনি আমার সঙ্গে সেক্রেটারী ছিলেন এবং সম্বন্ধে মৌলানা মোহাম্মাদ আলী এবং মৌলানা শওকত আলী সাহেবের বড় ভাই ছিলেন, তাঁহার সহিত স্যার আরনণ্ডের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার স্ত্রী তাহাদিগকে নিজ সন্তানের ন্যায় পালন করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি তাহাদিগকে সন্তানের ন্যায় পালন করিয়াছিলেন, সেইজন্য

যখন তিনি (জুলফিকার আলী সাহেব) তাঁহার (স্যার আরনল্ডের স্ত্রীর) নিকট গেলেন, তখন তিনি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন তুমি তো আমার সন্তান। তথাপি তাঁহার এইরূপ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আমার সেক্রেটারী হওয়া সত্ত্বেও, আমি যখনই কোনো মজলিসে যাইতাম, তিনি সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইতেন।

যাহা হউক আমাদের জন্য প্রয়োজন যে আমরা ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামী বিধান নিজেদের মধ্যে প্রচলন করার চেষ্টা করি। ইহা ব্যতিরেকে আমরা সফলকাম হইতে পারিব না। আজকাল লোকদের মধ্যে এই চর্চা হইতেছে যে, পাকিস্তানে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। কিন্তু আমি বুঝি না যে, তাহারা ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠা বলিতে কি বুঝাইতে চাহে। প্রকৃত প্রশ্ন, যাহা প্রত্যেকের বিবেচনার বিষয় তাহা এই যে, ইসলামী আইন আমার জন্যও কি না? যখন ইসলামী আইন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য, তখন প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে কেন ইসলামী আইন পালন করে না। পাকিস্তানে কি এরূপ কোন আইন আছে যে, নামায পড়িও না অথবা পাকিস্তানে কি এরূপ কোনো আইন আছে যে, কেহ ইসলামী শরিয়ত পালন করিও না। যদি এরূপ কোনো আইন না থাকে, তাহা হইলে মুসলমানগণ যদি সত্যকারভাবে ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠা চাহে, তবে কেন তাহারা নামায পড়ে না? তাহারা ইসলামের আদেশাবলী কেন মানিয়া চলে না? ইহা বলা যাইতে পারে যে, পাকিস্তান এরূপ আইন জারি করে নাই, যাহার বলে সকলকে নামায পড়িতে বাধ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যদিও পাকিস্তান উক্তরূপ আইন জারী করে নাই, তথাপি পাকিস্তানের কোন আইন কি কাহাকেও মদ খাইতে বাধ্য করে অথবা নৃত্যগীত করিতে বাধ্য করে। অথবা এখানে কি এমন কোন আইন আছে,

যাহা নামায পড়িতে নিষেধ করে এবং বলে যে কেহ মসজিদে গেলে তাহাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হইবে। যখন পাকিস্তানে এইরূপ কোন আইন নাই, তখন আমরা সত্যকার মুসলমান হইলে, আমরা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দেওয়া বিধান কেন মানিয়া চলি না এবং কেন আমরা এই কথার অপেক্ষায় আছি যে, পাকিস্তান এই সকল বিষয় সম্বন্ধে আইন জারি করুক। পাকিস্তানের আইন কি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আইন অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী হইবে অথবা পাকিস্তানের আইন কি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আইন অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইবে। আমাদের নিকট এক আধ্যাত্মিক বিধান রহিয়াছে এবং ইহা পালন করা আমাদের আয়ত্তাধীন। যদি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিধান পালন করিয়া আজ সকল মুসলমান নামায পড়িতে আরম্ভ করে এবং সকল বড়ো মসজিদ আবাদ হয়, তাহা হইলে কি কোনো গভর্ণমেণ্ট আছে, যে তাহাদিগকে এইরূপ কাজে বাধা দিতে পারে। ইহা সুনিশ্চিত যে, সকল মুসলমান যদি ঐরূপ করে, তাহা হইলে ইসলামী আইন আপনা-আপনি জারি হইয়া যাইবে। ইহার জন্য অপর কোন আইনের প্রয়োজন হইবে না। আমি এ কথা স্বীকার করি যে, এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যেগুলি শাসন বিভাগের হাতে রহিয়াছে এবং আমাদের অধিকারে নাই এবং সেগুলির সম্বন্ধে আইন প্রণয়নকারী পরিষদই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে, জনসাধারণ সে সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে তাহাদের পক্ষ হইতে কোনো পদক্ষেপ দৃষ্ট হইতেছে না কেন? এ সম্বন্ধে আমি যতদূর চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আমার মত এই যে, মন্ত্রীবর্গ এবং দায়িত্বশীল নেতৃবর্গ মনে করেন যে, যাহারা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার দাবী তুলিয়াছে, স্বয়ং তাহাদের মধ্যে ইহার গুরুত্ববোধ নাই। যদি

তাহাদের মধ্যে ইহার গুরুত্ববোধ থাকিত, তাহা হইলে ইসলামী আইনের যে অংশগুলি তাহারা নিজেদের ঘরে পালন করিতে পারিত, সেগুলি তাহারা পালন করে না কেন? যেহেতু তাহারা আয়ত্তাধীন বিষয়গুলি পালন করে না, সুতরাং তাহাদের এই দাবী যে দেশে কেন ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে না সম্পূর্ণ অন্তসারশূন্য। এই দাবীর মধ্যে কোন সত্যকার শক্তি নাই। যদি মন্ত্রী ও নেতৃবর্গ ইহা বুঝেন যে, পাকিস্তানের সকল মুসলমান খাঁটি মুসলমান এবং তাহারা ইসলাম বিরোধী কাহারও কোনো কথা মানিতে প্রস্তুত হইবে না, সে উর্দ্ধতন কর্মচারী হউক অথবা অধঃস্তন কর্মচারী, পুত্র হউক বা পিতা, তাহা হইলে পাকিস্তানের আইন অনতিবিলম্বে ইসলামী আইনের ছাঁচে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই তাঁহারা ইহাকে ইসলামী রঙে রঙিন করিয়া লইবেন। কোনো না কোনো শক্তির উপরেই শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। সৈন্যবিভাগের শক্তির উপরেই শাসন চালু থাকে। যদি প্রত্যেক সৈন্য খাঁটি মুসলমান হয় এবং যদি প্রত্যেক সৈন্যের হৃদয়ে ইসলামের জন্য মর্যাদা-বোধ থাকে এবং শাসকগণের দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, ইসলাম বিরোধী কোন আদেশ দিলে সৈন্য বিভাগ বিদ্রোহ করিবে, তাহা হইলে এমন কোন শাসনতন্ত্র আছে, যাহা ইসলামী আইন জারি না করিয়া পারিবে? অনুরূপভাবে পুলিস-বাহিনীর শক্তির উপর ভর করিয়া শাসন চলে। যদি পুলিশ বিভাগের প্রত্যেক ব্যক্তি খাঁটি মুসলমান হয় এবং প্রত্যেক পুলিশ কর্মচারীর হৃদয়ে ইসলামের জন্য মর্যাদাবোধ থাকে এবং শাসকগণের দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, পুলিশ ইসলাম-বিরোধী কোন কথা সহ্য করিবে না এবং এরূপ কোন আদেশ দিলে সমস্ত পুলিশ বিভাগ বিদ্রোহ করিবে, তাহা হইলে কোন্ সে শাসনতন্ত্র আছে, যে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা না করিয়া পারিবে? অনুরূপভাবে যত

বিভাগ আছে, সিভিল বা মিলিটারী সর্বত্রই যদি কর্মচারীগণের প্রত্যেকেই সত্যকার মুসলমান হয়, তাহা হইলে কোনো শাসনতন্ত্র সকলের মিলিত দাবীর মোকাবেলায় তিষ্ঠিতে পারিবে না। কারণ তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, ইহার মোকাবেলা করার শক্তি তাহাদের নাই। সারা পাকিস্তানের অধিবাসীদিগকে যদি একব্যক্তি মনে করা যায় এবং তাহাদের উপর একজন মন্ত্রী করা হয়, তাহা হইলে দেশে মাত্র দুই ব্যক্তি থাকিত। এরূপ অবস্থায় কি পাকিস্তানের মন্ত্রী তাঁহার একমাত্র পুত্রকে (অর্থাৎ প্রজাকে) মারিতে সাহস করিবে। পুত্রের জন্য মানুষের মনে যে ভালবাসা থাকে, তদপেক্ষা সহস্রগুণ ভালবাসা তার মনে ধর্মের জন্য থাকে। সুতরাং মন্ত্রী যখন জানিতে পারিবে যে, তাহার একমাত্র পুত্র তাহার নিকট হইতে এমন এক বস্তু চাহিতেছে, যাহার চাইতে মূল্যবান বস্তু পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কিছু নাই, তখন কে এমন আছে যে ইহা চিন্তা করিতে পারে যে, সে নিজের একমাত্র পুত্রকে তাহার চাওয়া বস্তু দিবে না? বিষয়টি আরও একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান যাইতে পারে। মুসা (আঃ)-এর আবির্ভাব রোধকল্পে ফেরাউন বনি ইসসাইলের হাজার হাজার পুত্রসন্তান বধ করিয়াছিল। সে এ কাজ করিতে এই জন্য সাহসী হইয়াছিল যে, সে জানিত তাহার রাজ্যের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ ইহা অপসন্দ করিবে না। আজ যদি দুনিয়ার কোন শাসনতন্ত্র এ কাজ করিতে উদ্যত হয় এবং আদেশ জারি করে যে, সকল নবজাত শিশুকে হত্যা করা হউক, তাহা হইলে ঐ শাসনতন্ত্র কি একদিনের জন্যও আজিকার দুনিয়ায় টিকিতে পারিবে? ঐ শাসনতন্ত্র যেদিন এইরূপ পরিকল্পনার ঘোষণা করিবে, সেইদিনই জনগণের বিরোধিতা উহাকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিবে। কারণ এরূপক্ষেত্রে এ প্রশ্ন থাকিবে না যে, শতকরা পঞ্চাশ জন অথবা আশি জন শাসনতন্ত্রের বিরোধী। বরং সকল মানুষ ইহার বিরোধী

হইবে। জনগণের মোকাবেলায় শাসনতন্ত্র একদিনের জন্যও দাঁড়াইতে পারিবে না। অনুরূপভাবে জনগণ যদি সত্যকারভাবে মুসলমান হয়, তাহা হইলে তাহাদের স্বাভাবিক ভাবাবেগের প্রবাহ এবং তাহাদের মিলিত দাবী, এই দুইয়ের মধ্যে এরূপ শক্তি আছে যে, শাসনতন্ত্র তাহাদের সম্মুখে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। মানুষ অপরাপর জীব অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান। জন্তুর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, দুইটি কুকুর যখন পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করে, তখন তাহারা প্রথমে একে অপরের সম্মুখীন হয় এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। পরে অপেক্ষাকৃত দুর্বল কুকুরটি অপরটির শক্তি অনুভব করিয়া লেজ গুটাইয়া চলিয়া যায়। যদি কুকুরের মধ্যে এই অনুভূতি দেখা যায় যে, সে শক্তিশালী কুকুরের সম্মুখে নিজ লেজ নামাইয়া দেয়, তাহা হইলে ইহা কিরূপে সম্ভব যে কোন শাসনতন্ত্র ইহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া যে জনগণ একতা-বদ্ধ হইয়া উহার দ্বারা এক দাবী মানাইয়া লইতে উদ্বেল হইয়া উঠে, অথচ উহা সেই দাবী মানিতে অস্বীকার করে। এরূপ অবস্থায় শাসনতন্ত্র একদিন কি, এক মিনিটও চলিতে পারে না। অফিসার তাহার অধঃস্তন কর্মচারীকে আদেশ দেয় যে, অমুক কাজ কর। ইহাতে সে যদি তাহার মুখের উপর হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দেয় যে, আমি আপনার এই আদেশ পালন করিব না, কারণ আপনি ইসলামের অনুসরণ করিতেছেন না; স্বামী স্ত্রীর নিকট যাইয়া কথা-বার্তা কহিতে চাহিলে, স্ত্রী যদি কথা বলিতে অস্বীকার করে এবং জবাব দেয় যে, তুমি সত্যকার মুসলমান নহ, আমি তোমার সহিত কথা বলিব না, এবং যদি প্রত্যেক গৃহে এবং বিভাগে এইরূপ ঘটিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সেই দেশের শাসনতন্ত্রের হাতে কি ক্ষমতা বাকী থাকে?

সুতরাং আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হইবে যেন আমরা নিজেদের

মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করি। আমরা যদি ইহা না করি, তাহা হইলে ইসলামী আইন প্রবর্তনের বুলি আওড়ান বেকার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা যদি মনে বুঝি যে, নামায পড়ায় কোন উপকার নাই, এমতাবস্থায় জবরদস্তি নামাজ পড়ার জন্য আইন প্রবর্তন করিলে কি উপকার হইবে?

বস্তুতঃ মুসলমানগণের মধ্যে এক বিরাট অংশ নামায পড়ে না। ইহার এই অর্থ নয় যে, তাহারা নামাযে অবিশ্বাসী; বরং তাহারা মনে করে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তাহারা বলে আমরা নামায না পড়িলেও, তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তো পাপী-গণকেই ক্ষমা করিয়া থাকেন, আমরা যদি অপরাধী না হই, তাহা হইলে তিনি কাহাদের ক্ষমা করিবেন। তাহাদের এই উত্তরের এখানে আমি যাথার্থতা বিচার করিতে চাহি না। মোট কথা ইহা এক উত্তর, যাহা তাহারা উদ্ভাবন করিয়াছে। কিন্তু এমন একদলও আছে যাহারা মনে করে যে, এ আদেশ কেবল পুরান যুগের আরবগণের সংশোধনের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা সম্পূর্ণ অসভ্য ছিল এবং অত্যন্ত অপরিস্কার থাকিত। হযরত রসুল (সাঃ) তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, তোমরা নিজেদের কাপড় ও দেহ পরিস্কার রাখ। তেমনি তাহাদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। তাহারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। ইসলাম তাহাদিগকে আদেশ দিল, তাহারা যেন দৈনিক পাঁচবার মসজিদে একত্রিত হয়। এইরূপে যদিও বাহ্যিকভাবে তাহাদিগকে নামাযের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল যে, তাহারা যখন খোদার ভয়ে মসজিদে আসিবে এবং তাহা-দিগকে জাতি ও দেশের অবস্থা শুনানো হইবে, তখন তাহাদিগের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইবে এবং তাহারা বিশ্বে প্রাধান্য লাভের জন্য প্রচেষ্টা করিবে।

আমার স্মরণ আছে ; আমি তখন ছোট ছিলাম। এ সম্বন্ধে আমি একবার খবরের কাগজে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। একজন ইংরাজ, যাহাকে মুসলমানদের মুবাল্লেগ মনে করা হইত এবং জাপান ও আমেরিকায় তবলীগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিয়া আলীগড়ে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আমি উহা পাঠ করিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, নামায সম্বন্ধে যে বলা হইয়া থাকে যে ইহা বড় জরুরী বিষয় এবং দৈনিক পাঁচবার মসজিদে বাজামাত নামায আদায় করিতে হইবে, বস্তুতঃ যিনি এই-রূপ বলিয়াছিলেন, তিনি ইহার তত্ত্ব তলাইয়া দেখেন নাই এবং তিনি ভাবেন নাই যে, ইসলাম এক বিশ্ব-জনীন ধর্ম। অতীত যুগের জন্য ইহার আদেশাবলীর এক রূপ ছিল এবং বর্তমান যুগে উক্ত আদেশা-বলীর রূপায়ণ ভিন্নভাবে হইবে। অবশ্য আদেশগুলি ঠিক থাকিবে কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উহাদের রূপ বদলাইয়া যাইবে। আরবরা মূর্খ ছিল। তাহারা উলঙ্গ থাকিত। তাহাদের কাপড় খুব সংক্ষিপ্ত ছিল। সেইজন্য তাহাদিগকে সেজদা এবং রুকুর আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এখন এমন যুগ যে সেজদা ও রুকু করিবার জন্য ঝুঁকিলে প্যাণ্টের ভাজ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বর্তমান যুগে থাকিলে, তিনি নিশ্চয় এই আদেশের মধ্যে সংশোধন সাধন করিতেন এবং তিনি নিশ্চয় বলিতেন যে, বেঞ্চের উপর বসিয়া মাথা ঝুঁকাইলেই যথেষ্ট হইবে। রুকু এবং সেজদা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। তেমনি ধারা রোজার কথাও। রোজা সেই সকল লোকের জন্য যাহারা অতিরিক্ত আহার করে। আরবগণ অসভ্য ছিল এবং তাহারা হজম শক্তির খেয়াল রাখিত না। সেইজন্য ইসলামে তাহাদিগের জন্য রোজার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন সভ্যতার যুগ। এখন মানুষ নিজের

পেটের বিশেষ খেয়াল রাখে। এখন যদি সকাল ও সন্ধায় কেবল নাস্তা করা যায় এবং কেক-বিস্কুট খাওয়া যায়, বাকী সারাদিন আর কিছু না খাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাই রোজার জন্য যথেষ্ট। যাহা হউক, মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক আছে, যাহারা এই এবাদত-গুলি সম্বন্ধে মনে মনে বলিয়া থাকে যে, এগুলি পুরানো অকেজো অনুষ্ঠান। বর্তমান যুগে এগুলির কোন প্রয়োজন নাই। এই সকল মানুষ, যাহাদের অন্তরে ইসলামী বিধানগুলি সম্বন্ধে কোনো মর্যাদাবোধ নাই, তাহাদের জন্য যদি এই আইন জারি করা হয় যে, নামায পড়, তাহা হইলে তাহারা লোকদের দেখাইবার জন্য অবশ্য নামায পড়িবে; কিন্তু যাহারা এইরূপ আইন করিবে তাহাদিগকে তাহারা অন্তরে অভিশাপ দিতে থাকিবে। তোমরা হয়ত আলহামদোলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর) বলিতে থাকিবে এবং তাহারা তোমাদিগকে এবং এইরূপ আইন প্রণয়নকারীদিগকে অভিশাপ দিতে থাকিবে।

সুতরাং তাহারা অবশ্য বাহ্যিকভাবে নামায পড়িয়া লইবে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের নামাযই হইবে না। কারণ নামাযের মূল সংযোগ অন্তরের সহিত। যাহারা বলে যে, নামায কেবল অন্তরের এবং দেহের অঙ্গ সঞ্চালনের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, আমি তাহাদের সহিত একমত নহি। পক্ষান্তরে যাহারা বলে যে, বাহ্যিকভাবে নামায পড়িয়া লইলেই যথেষ্ট এবং ইহার সহিত ঐকান্তিকতা, অন্তরের আবেগ ও ভালবাসার প্রয়োজন নাই, আমি তাহাদের সহিতও একমত নহি। প্রকৃত কথা এই যে, নামায বাহিরের এবং অন্তরেরও। উভয়ের সম্মিলন আশিসের কারণ হয়। আমরা যদি অন্তরে খোদা খোদা বলি, অথচ বাহ্যিকভাবে নামায না পড়ি, তাহা হইলে শুধু মনে মনে খোদা বলা ধোকা। কারণ প্রিয়ের কথা কি পালন করিতে হয় অথবা উহার অবাধ্যতা করিতে হয়?

আশ্চর্য কথা এই যে, আমরা একদিকে খোদাতায়ালার প্রেমের মৌখিক প্রকাশ করি এবং অপর দিকে আমরা আমাদের প্রেমের কোন নিদর্শন দেখাইতে প্রস্তুত নহি। আমরা স্বীকার করি যে, তিনি সেজদা করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা সেজদা করিতে প্রস্তুত নহি। পক্ষান্তরে বাহ্যিকভাবে নামায পড়া অথচ আল্লাহ্‌র দিকে মনসংযোগ না করা, ইহাও কোন নামায নহে। বরং ইহাকে এক ব্যায়াম বলা হইবে। যেমন ব্যায়াম দ্বারা সিপাহীর দেহ মজবুত হয়, তেমনি নামায দ্বারা তাহারও দেহ মজবুত হইবে, কিন্তু তাহার অন্তরে ঈমানের আলো উৎপন্ন হইবে না। কয়েক মাস পূর্বে আমি সিন্ধু প্রদেশে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন হিন্দু আমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিল। মুসলমানদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সেইজন্য সে এদেশ ত্যাগ করিয়া যায় নাই। আমি তাহাকে বলিলাম, বহুকাল যাবৎ তোমার মুসলমানদের সহিত সম্বন্ধ। তুমি কি কখনও তাহাদিগের ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ? সে বলিল, সকল ধর্মই ভাল কথা বলে। আমাদের ধর্মও ভাল এবং আপনাদের ধর্মও ভাল। আমি বলিলাম, যদি সকল ধর্মেই একরকম ভাল কথা আছে, তাহা হইলে তুমি মুসলমানগণের সহিত মিলিয়া যাইতেছ না কেন? নিশ্চয় কোন পার্থক্য আছে যেজন্য তুমি হিন্দু আছ এবং আমি মুসলমান। যদি এই দুইটি ধর্মের মধ্যে এক রকম কথা থাকিত, তাহা হইলে হয় তুমি মুসলমান হইয়া যাইতে অথবা আমি হিন্দু হইয়া যাইতাম। সুতরাং উভয় ধর্মের মধ্যে কোন না কোন পার্থক্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে, যেজন্য আমরা নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রাখা প্রয়োজন বোধ করি। ইহার পর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি কখনও নামায এবং অন্যান্য এবাদতগুলির সহিত তোমার ধর্মের এবাদতগুলির তুলনা করিয়া

দেখিয়াছ? উভয়ের মধ্যে কোন্ ধর্মের এবাদতগুলি ভাল? সে বলিল, কাবা ও মন্দির উভয়ই অন্তরের মধ্যে বিরাজমান। বাহ্যিক নামাযের কি প্রয়োজন? আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি বিবাহিত? সে বলিল, হঁা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কি সন্তান আছে? সে বলিল, আছে। আমি বলিলাম, তুমি কি কখনও তোমার স্ত্রী ও সন্তানগণকে আদর করিয়াছ? সে উত্তর দিল, কেন করিব না? আমি তাহাকে বলিলাম, প্রকৃত আদর তো অন্তরের, তুমি বাহ্যিক আদর কেন কর? ইহাতো এইজন্য যে, তুমি জান যে এই আদরের বাহ্যিক নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া চাই। স্ত্রীর আদর বলিতে যদি তুমি অন্তরের ভালবাসাকে যথেষ্ট মনে না কর, পুত্র সন্তানদের আদর বলিতে যদি তুমি অন্তরের ভালবাসাকে যথেষ্ট মনে না কর, তাহা হইলে খোদার প্রেমের বেলা তুমি কেন বল যে, কাবা এবং মন্দির উভয়ই অন্তরে বিরাজমান, বাহ্যিক এবাদতের কোনো প্রয়োজন নাই। সত্য কথা এই যে, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীন উভয় বস্তুই সমান প্রয়োজন। দুইয়ের মিলনে মানুষ পূর্ণ হয়। এতদুভয়কে একত্রে সংযুক্ত না করিলে কোনো ফলোৎপাদন হইবে না। আপনারা যদি উত্তম হইতে উত্তম বস্তু কোনো ময়লা-যুক্ত পাত্রে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ বস্তু ময়লাযুক্ত হইয়া যাইবে এবং পাত্রবিহীন অবস্থায় যদি আপনারা ঐ বস্তুকে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহা পড়িয়া যাইবে। সুতরাং পাত্রের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি উহার পরিচ্ছন্ন হওয়ারও প্রয়োজন আছে। তেমনি নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও অপরাপর এবাদতের অবস্থা। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তায়ালা একদিকে বলিয়াছেন কুরবানী কর, অপর দিকে তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, তোমরা মনে করিও না যে, কুরবানীর গোস্ত এবং রক্ত তাঁহার নিকট পৌঁছায়। তাঁহার নিকট

পৌঁছায় শুধু আন্তরিকতা। কিন্তু যদিও কুরবানীর গোস্ত এবং রক্ত খোদাতায়ালার নিকট পৌঁছায় না, তথাপি খোদাতায়ালা ইহা বলেন নাই যে· কোরবানী করিও না। বরং তিনি বলিয়াছেন যে, কুরবানী কর। কিন্তু এই কথা স্মরণ করিয়া কুরবানী কর যে খোদাতায়ালার আদেশানুযায়ী, আপন প্রিয়তমের কথা পূর্ণ করিতে এবং খোদাতায়ালা যে লক্ষ্য আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন উহা পূর্ণ করিতে আমি কুরবানী করিতেছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে গরীব মানুষ উপরাস করে, অথবা যে গরীব মানুষ সদা ডাল-রুটী খাইয়া থাকে, উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে গোস্ত পাইয়া থাকে। সুতরাং অন্তরও শুচি হয় এবং প্রতিবেশী ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের জন্য হৃদয়ে মমতা বোধের উদয় হয়, সাথে সাথে খোদাতায়ালার আদেশও পালিত হয়। সুতরাং আমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা জরুরী বিষয় হইল যে, আমরা নিজদিগকে সত্যকার মুসলমান করিবার চেষ্টা করি। যদি আমরা ইহা করি, তাহা হইলে শাসনতন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ইসলামী আইনের দিকে দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের দৃষ্টি আপনা-আপনি নিবদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহারা ইসলামী আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইবে।

(আল-ফজল—২৪শে অক্টোবর, ১৯৬২ ইং)

অনুবাদক : মৌলবী মোহাম্মাদ
আমীর, পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

যুগ-নূহের প্রলয় সতর্কবাণী

"হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ! হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসিগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না।

আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানব শূন্য পাইতেছি। সেই এক এবং অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন।

যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট; তাঁহাকে যে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।"

হযরত মসিহ্ মওউদ (আইঃ)-এর—ইলহাম (হকীকাতুল ওহী, ১৯০৬ ইসাব্দ।

—০—